যুগান্তর
প্রিন্ট: ১৬ জুলাই ২০২৫, ০৯:৩৭ এএম

সারাদেশ

এসএসসিতে কুমিল্লা বোর্ডে ১২৬৪ নম্বর পেয়ে সেরা অনামিকা

আবুল খায়ের, কুমিল্লা ব্যুরো
প্রকাশ: ১৫ জুলাই ২০২৫, ০৬:২৬ পিএম

কুমিল্লা বোর্ডের সদ্য প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে ১২৬৪ নম্বর পেয়ে বোর্ড সেরা হয়েছে অনামিকা দেবনাথ। ২০২৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ফলে ১৩০০ নম্বরের মধ্যে ১২৬৪ নম্বর পেয়েছে কুমিল্লার মেধাবী শিক্ষার্থী ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থী অনামিকা।

অনামিকা নগরীর দিগম্বরীতলা এলাকার বাসিন্দা উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের এক্সিকিউটিভ ম্যানেজার দিলীপ কুমার দেবনাথের কন্যা। অনামিকা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

তবে কর্তৃপক্ষ বলছে, বোর্ড থেকে প্রথম-দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। শিক্ষার্থীরাই নিজেদের মতো করে নম্বর বের করে নিয়ে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ১০ জুলাই চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ৬টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত কুমিল্লা বোর্ডে এ বছর পাশের হার ৬৩.৬০ শতাংশ। অনামিকা দেবনাথ কুমিল্লা বোর্ডের অধীন ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষায় সে বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র মিলিয়ে ২০০ নম্বরের মধ্যে ১৯২, ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয়পত্র মিলিয়ে ২০০ নম্বরের মধ্যে ১৮৯, গণিতে ১০০ নম্বরের মধ্যে ১০০, বাংলাদেশ অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজে ৯৪, হিন্দু ধর্মীয় বিষয়ে ৯৭, পদার্থ বিদ্যায় ৯৮, রসায়নে ৯৭, উচ্চতর গণিতে ৯৯, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে ৫০ এর মধ্যে ৪৮, জীববিজ্ঞানে ১০০, শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খেলাধুলায় ১০০ এবং ক্যারিয়ার এডুকেশনে ৫০ নম্বরের মধ্যে ৫০ পেয়েছে। সব মিলিয়ে সে ১৩০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছে ১২৬৪ নম্বর।

এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কুমিল্লা বোর্ডে ১২৬১ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে কুমিল্লার নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী তাসনুভা ইসলাম তোহা।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক রুনা নাছরিন বলেন, শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রথম, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করা হয়নি। আমরা এ বিষয়ে কোনো ঘোষণা দেইনি। শিক্ষার্থীরাই মার্কশিট থেকে তাদের মোট নম্বর যোগ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেছে।

কৃতী শিক্ষার্থী অনামিকা দেবনাথ জানায়, এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে কুমিল্লা বোর্ডে আমি সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছি। ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকদের সঠিক তত্ত্বাবধান ও পাঠদানের কারণেই এমন ফলাফল সম্ভব হয়েছে। প্রতিদিনের অধ্যয়নের জন্য আমি 'স্পেশাল শিডিউল' করে নিয়েছি। বিশেষ করে পরীক্ষা শুরুর আগের তিন মাস আমি ক্লাশের পরেও প্রতিদিন অন্তত ৮ ঘণ্টা পড়াশোনা করেছি। নিয়মিত ক্লাশ ও মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলে সব শিক্ষার্থীই ভালো ফলাফল করতে পারবে।

অনামিকার মা স্কুলশিক্ষিকা বিনা রাণী দেবনাথ বলেন, আমার মেয়ে ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগী। তার মধ্যে ফেনী ক্যাডেটে শিক্ষক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সবার একান্ত প্রচেষ্টায় তার ভালো ফলাফল সম্ভব হয়েছে।